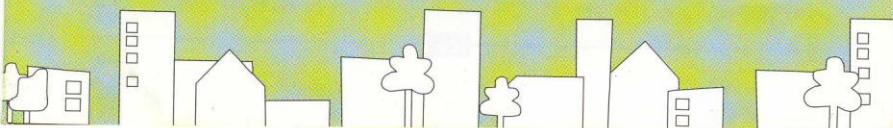


বাংলাদেশের উপজেলাসমূহে
সমন্বিত ভূমি ব্যবহার
মহাপরিকল্পনার ধারণা



নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
গৃহায়ন ও গণপৃত মন্ত্রণালয়



পরিচালকের ভাষ্য

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত “প্রিপারেশন অব ট্রাকচার প্ল্যান এ্যাকশন এরিয়াপ্ল্যান ফর মাদারীপুর এন্ড রাজের উপজেলা, মাদারীপুর ডিস্ট্রিক্ট” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় গত ১৬ জুলাই ২০১৪ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের NEC অভিযোগান্তরীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশকে পরিকল্পিত নগরায়ন প্রক্রিয়ায় নিয়ে যেতে দেশের উপজেলা সমূহের ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রনয়ণ করার প্রয়াসে এ আয়োজন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আ.ফ.ম মোস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ ভূইয়া শফিকুল ইসলাম ও পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগের বিভাগীয় প্রধান জনাব এস.এম. নাসিম উদ্দীন এবং নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক জনাব খন্দকার ফওজী মুহাম্মদ বিন ফরিদ। এই অনুষ্ঠানের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় মাননীয় সচিব জনাব গোলাম রববানী।

সেমিনারে জনাব শওকত আলী খান, উপ-পরিচালক (অবঃ) ও জনাব শরীফ মোহাম্মদ তারিকুজ্জামান, সিনিয়র প্ল্যানার, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর সেমিনারের ধারনা পত্র (Concept Paper) “The Concept of Landuse Planning for Upazilas in Bangladesh” উপস্থাপন করেন। উপস্থাপিত প্রবন্ধটি সংশোধিত আকারে প্রকাশ করা হলো। প্রবন্ধটি প্রকাশ করতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

খন্দকার ফওজী মুহাম্মদ বিন ফরিদ
পরিচালক, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
৮২, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

১. বাংলাদেশের ভূমি ব্যবহার প্রেক্ষিতঃ

বাংলাদেশের মতো কৃষি নির্ভর দেশের মূল সমস্যা হলো সম্পদের উপর জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপ। সঙ্গত কারণে চাই বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থা। সম্পদের উপর জনসংখ্যার ক্রম বর্ধমান চাপের সমস্যা জাতীয় পর্যায়ে অনেক আগেই চিহ্নিত হয়েছে আর সরকারি পর্যায়ে নানা রকম ব্যবস্থাও নেয়া হয়েছে। কৃষিভিত্তিক গ্রাম বাংলার উপর জনসংখ্যার এ চাপ বজায় থাকলে কৃষি উন্নয়নের সার্বিক সাফল্য বর্তমান জীবনযাত্রার মান বজায় রাখতে কোনোক্ষেত্রেই সমর্থ হবে না। গ্রাম উন্নয়ন কার্যক্রম কঠিনভিত্তে লক্ষ্যে পৌছাতে ব্যর্থ হবে।

নগরায়ণ একটি প্রক্রিয়া যে দিন থেকে মানুষ কৃষি নির্ভর সমাজ ব্যবস্থা থেকে ধীরে ধীরে অক্ষীয় কর্মকাণ্ডের দিকে এগোতে শুরু করেছে ঠিক সেই দিন থেকেই নগরায়ণের সূত্রপাত। নগরায়ণ একটি নিয়মিত প্রবাহমান নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। মানব সমাজের অগ্রগতির ধারক ও বাহক। নগরায়ণ তাই জনজীবনের জন্য একটি আশীর্বাদ। স্থান কাল পাত্র ভেদে নগরায়ণ প্রক্রিয়ার গতি প্রস্তুতি ধারা ও ধরণ পরিবর্তিত হতে থাকে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে কৃষিনির্ভর সমাজ আর এই অতিরিক্ত জনগোষ্ঠীকে ধরে রাখতে পারছে না। শহরগুলোতেও মানসম্মত সুখ-স্বাচ্ছন্দের ঘটছে অভাব। আর ধীরে ধীরে জন-জীবন হয়ে উঠছে দুর্বিসহ।

বাংলাদেশ কৃষি নির্ভর দেশ, এখানে জনসংখ্যার তুলনায় ভূমির পরিমাণ নিতান্তই অপ্রতুল। বর্তমানে দেশের ১৪,৯৮ কোটি জনসংখ্যার প্রায় ২৮ ভাগ শহর এলাকায় বসবাস করে। গত কয়েক দশকের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এই জনসংখ্যা প্রতি ১২ বছরে দ্বিগুণ আকার ধারণ করছে। দ্রুত নগরায়ণের ফলে ক্রমায়ে কৃষি জমি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। অথবা নগরায়ণ প্রক্রিয়া থেমে নেই। প্রায় ১ শতাংশ কৃষি জমি প্রতি বছর পরিবর্তিত হয়ে অন্য কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।^১ এই হার অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে কৃষি জমি জন্ম দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাবে, ফলে দেশ চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে।

আচাড়া জনসংখ্যার বাড়িত চাপে দেশের শহর ও নগরসমূহের আকার দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে, এতে শহরে বসবাসকারী মানুষের রকমারি প্রয়োজন যেমন: পানি, বিদ্যুৎ, জ্বালানী সরবরাহসহ পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করাসহ মৌলিক সেবা-সুবিধা প্রদানে কর্তৃপক্ষ এখনই হিমিম খাচ্ছে। বর্তমান অবস্থার এই নির্দরণ বাস্তবতার নিরিখে ভবিষ্যতের দুর্দশার কথা আজ আর বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। সরকারের যষ্ট পঞ্জবার্ষিক পরিকল্পনার ভূমি ব্যবহার নীতিমালা ও ভূমি ব্যবস্থাপনার মূল প্রতিপাদ্য হিসেবে উল্লেখ রয়েছে ‘ক্রম বর্ধমান দারিদ্র্য হাস, টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে ভূমি সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার ও জনগণের নিকট ভূ-সম্পদ সংশ্লিষ্ট সেবা যথাযথভাবে পৌছে দেয়ার জন্য আধুনিক ও দক্ষ ভূমি প্রশাসন গড়ে তোলা’।^২

২. উপজেলা পদ্ধতি ও বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচীঃ

উপজেলা পদ্ধতি প্রবর্তনের লক্ষ্যে যথাক্ষেত্রে গোলাপগঞ্জ (সিলেট) থানা সমীক্ষা ও দেলদূয়ার উপজেলা সদর (টাঁগাইল জেলা) মডেল মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন^৩ এবং মহকুমা শহরগুলোকে জেলা শহরে উন্নীত করার লক্ষ্যে খাগড়াছাড়ি ও বান্দরবন মহকুমা শহর দুইটির (মডেল মাস্টার প্ল্যান) পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য সরকারি নির্দেশ নগর উন্নয়ন অধিদলের কর্তৃক প্রতিপাদিত হয় এবং ‘NICAR’ এর সভায় (২২-

১৯-১৯৮৩) প্রতিবেদনগুলো উপস্থাপনের পর সরকার কর্তৃক অনুমোদন লাভে সমর্থ হয়।^{১৪} শেষ পর্যন্ত সরকার কাঠামোয় উপজেলা পদ্ধতি প্রবর্তন হয় ১৯৮৫ সালে।

সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্টি উপজেলা ব্যবস্থার কারণে প্রত্যন্ত অঞ্চলে জেলা ও উপজেলা শহরসহ স্থানীয় পর্যায়ে গ্রামীণ উপকেন্দ্র বা বর্ধিষ্য এলাকা (growth center) গড়ে উঠছে। ফলে গ্রামাঞ্চলের সাথে শহরে সুবিধাদি ও ভাবধারার বিনিয়নও শুরু হয়েছে। সেই সাথে শুরু হয়েছে উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে বাড়ি বা গোটী নির্বিশেষের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসংহান ও আয় বৃদ্ধিসহ নাগরিক সুযোগ-সুবিধাদির সুযোগ সৃষ্টি। সুষ্ঠু ও সামগ্রিকভাবে উপজেলাভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে জনসংখ্যা ও সম্পদ বিনিয়োগের সমতা আনা সম্ভব।

চাকাসহ অঞ্চল ও উপ-অঞ্চল পর্যায়ের বর্তমান শহরগুলোর অবস্থান, আয়তন ও গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানিক দিক বিবেচনা করে আর বিজ্ঞানসমত্ব ধ্যান ধারণা, সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এসব শহরগুলোর গতিসংবর্ধ, আর ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করে এ বাড়তি জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগের কর্মসংস্থানের সুযোগসহ ব্যয়সাধা আবাসিক স্থান সংকুলান সম্ভব। বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে স্থানীয় পর্যায়ে প্রশাসন, সংস্কৃতিক, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠার সম্ভাবনায় উপজেলা সদরগুলো এ অতিরিক্ত শতকরা ২৫ ভাগ জনসংখ্যার কর্মসংস্থানের সুযোগসহ আবাসিক স্থান সংকুলানের বাড়ি সুযোগ সৃষ্টি করবে।^{১৫} উপজেলা শহরগুলো আঞ্চলিক পর্যায়ের জেলা শহরকে কেন্দ্র করে স্ব উপজেলা অঞ্চলের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠবে। এ কেন্দ্রগুলোর সাথে প্রত্যন্ত অঞ্চলের উপ-কেন্দ্র (Growth Center) আর গ্রামীণ আবাসিক এলাকাসহ বিশেষ বিশেষ প্রকল্প এলাকার সংযোগ রক্ষা করে সমগ্র উপজেলা অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত স্থল ব্যয়ে নাগরিক সুবিধাদির সম্ভাব্য প্রয়োজন মেটানোসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথ সহজ করা সম্ভব হবে।

অনুরূপভাবে উপজেলা কেন্দ্রগুলো বেষ্টিত অঞ্চলে সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে সমৃদ্ধ শহর হিসেবে গড়ে উঠবে।^{১৬} সরকারি পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার লক্ষ্যে গৃহীত উপজেলা পদ্ধতির প্রধান লক্ষ্য ছিল জাতীয় পর্যায়ে জনসংখ্যার বিস্তরণ আর স্থানীয় জনগণের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তি হিসেবে গড়ে ওঠা উপজেলা সদরগুলো বেষ্টিত অঞ্চলের উপ-কেন্দ্রগুলোর (Growth Centre) সাথে প্রত্যন্ত অঞ্চলের সংযোগ রক্ষা করে স্থানীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের গতি সঞ্চার করা।^{১৭} আলোচনা আর অংশীদারিত্ব নির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্তকরণে বৰ্য হওয়ায় উপজেলা সদরগুলো কার্যত কেন্দ্র নির্ভর প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে।

অতীতের অভিভ্যন্তর আলোকে আজ এ পদ্ধতিকে যুগোপযোগী করে ছেট-বড়-মাঝারি শহরগুলোর ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টাও সময় সাপেক্ষ। সঙ্গত কারণে নগরমুৰী, বিশেষ করে দেশের রাজধানী শহর, ঢাকামুৰী জনস্তোত্র বাড়তেই থাকবে। ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করে এই বাড়তি জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগের স্থান সংকুলান সম্ভব। সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচির ফলে স্থানীয় পর্যায়ে প্রশাসন, সংস্কৃতি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠা উপজেলা সদরগুলো এই অতিরিক্ত শতকরা ২৫ ভাগ জনসংখ্যার স্থান সংকুলানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে।

৩. উপজেলা অঞ্চলের ধরন:

বাংলাদেশ ব্যাপি এই ৪৮৭টি উপজেলা অঞ্চলের কেন্দ্রসমূহের ধরন মোটামুটি চারটি ভাগে ভাগ করা যায়: ক) পূর্বে গড়ে ওঠা উপজেলা সদর যেমন: সৈয়দপুর (রংপুর); খ) পূর্বে গড়ে ওঠা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কিন্তু সম্ভাবনাময় উপজেলা সদর যেমন: কোটচাঁদপুর (বিনাইদহ); গ) সম্পূর্ণ নতুনভাবে গড়ে উঠবে এমন সম্ভাবনাময় উপজেলা সদর যেমন: দেলদুয়ার (টাঙ্গাইল) এবং ঘ) সম্পূর্ণ নতুনভাবে গড়ে উঠবে কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম সম্ভাবনাময় উপজেলা সদর যেমন: নাইখঁঢ়ি (বান্দরবন)।

পূর্বে গড়ে ওঠা উপজেলা সদরসহ পূর্বে গড়ে ওঠা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কিন্তু সম্ভাবনাময় উপজেলা সদরগুলোর আয়তন, আকার, বিস্তৃতির কোনো পরিবর্তন না ঘটিয়ে উন্নয়নোপযোগী অন্তর্বর্তী এলাকাসমূহ চিহ্নিত করে ও কর্মসংহানের ব্যবস্থাসহ আর্থসামাজিক সুবিধাদির প্রয়োজনীয় মেরামত, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ ব্যবস্থার মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত ঘন জন-বসতি সংবলিত এক সুন্দর, সুবৃহি ও সমৃদ্ধ শহর হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। এসব শহরগুলোর জনসংখ্যা ধারণ ক্ষমতা ছান ভেদে নিম্নে ৪০,০০০ থেকে উর্ধ্বে তিন লক্ষের উপর হতে পারে।

সম্পূর্ণ নতুনভাবে গড়ে উঠবে এমন সম্ভাবনাময় সদরসহ অপেক্ষাকৃত কম সম্ভাবনাময় সদরগুলোর জনসংখ্যা ধারণ ক্ষমতা উর্ধ্বে ৪০,০০০ থেকে নিম্নে ২০,০০০ পর্যন্ত এবং এসব এলাকার আয়তন ১ থেকে ১.৫০ বর্গ মাইলের মধ্যে হওয়া বাস্তুনীয়। উন্নয়নের প্রথম পর্যায়ের কার্যক্রম প্রস্তাবিত সদরগুলোর কেন্দ্র থেকে ১/৪ মাইল এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ১/২ মাইলের মধ্যে হলে ভালো হয়। উপজেলা অঞ্চল পরিকল্পনা প্রণয়নের বিভিন্ন পর্যায়: (ক) উপজেলা অঞ্চল পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রথম পর্যায়ে জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত নীতিমালার আলোকে আঞ্চলিক/ স্থানীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নোপযোগী সম্ভাবনাময় এলাকা/ প্রকল্পগুলো চিহ্নিত করে হিতকর ও অর্থবহ বাস্তবায়ন পদ্ধতি নির্দিষ্টকরণের লক্ষ্যে ধারণাপত্র (Concept Plan) প্রণয়ন; (খ) গৃহীত ধারণাপত্রের উপর ভিত্তি করে এ এলাকার সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষ প্রকল্প প্রণয়নের অগ্রাধিকার নির্বাচন ও পদ্ধতিগত দিকনির্দেশনা ও বাস্তবায়নোপযোগী এলাকা চিহ্নিতকরণের প্রয়োজনে নৈমিত্তিক পরিকল্পনা (Structure Plan) প্রণয়ন; (গ) অনুমোদিত নৈমিত্তিক পরিকল্পনায় নির্দেশিত বিশেষ বিশেষ পর্যায়ে বিশেষ বিশেষ প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রয়োজনে চিহ্নিত এলাকার বিশদ বা অনুপুর্জ্য (বিস্তারিত) রূপদান (Detail Area Plan)।

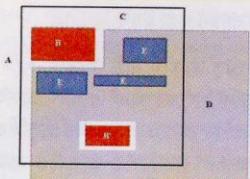
জরিপ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরিকল্পনায় সমগ্র উপজেলা অঞ্চলকে কয়েকটি বিশেষ এলাকায় চিহ্নিত করে দেখানো প্রয়োজন। এলাকাগুলো: উপজেলা সদর বা কেন্দ্র, উপ-কেন্দ্র, গ্রামীণ আবাসিক এলাকা, শিল্প এলাকা (যেখানে প্রযোজ্য), বিশেষ প্রকল্প এলাকা (যেখানে প্রযোজ্য), উদ্যান/ বনাঞ্চল (যেখানে প্রযোজ্য), আবাদযোগ্য কৃষি এলাকা, খাল-বিল ইত্যাদিসহ বিশেষ বিশেষ এলাকাগুলোর সংযোগ রক্ষা ও আর্থ-সামাজিক সুবিধাদি সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় রাস্তা-যাট, বিদ্রুৎ সরবরাহ, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ইত্যাদি।

৪. উপজেলা সমষ্টি ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার ধারণাঃ

প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি-২১ দফা অঙ্গীকারণ 'দেশের দ্রুত উন্নয়ন ও জনগণের সমৃদ্ধি অর্জনের স্বপ্ন ও পরিকল্পনা'।^{১৮} এই-২১ দফা অঙ্গীকারের মধ্যে রয়েছে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নতি ও অগ্রগতি অর্জনের লক্ষ্যে জাতিকে সঠিক দিকনির্দেশনা দেয়ার সুপ্রিমেয়াদি কর্মসূচি। তিনি

বলেন: (১) প্রতিটি গ্রামের তৎমূল পর্যায়ে দরিদ্র মানুষের কাছে সরকারের উন্নয়ন ও কল্যাণ কর্মসূচির সুফল পৌছে দেয়ার জন্য আমরা প্রতিটি ইউনিয়ন সদরকে সকল আর্থ-সামাজিক ও প্রশাসনিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে পরিকল্পিত গ্রামীণ জনপদ গড়ে তুলব; (২) সরকারি সকল অফিস, শিক্ষা ও বিভিন্ন ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের ভবন গড়ে তুলে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটিয়ে দেশের সকল ইউনিয়ন সদরকে ছোট ছোট গঞ্জের রূপ দেয়া হবে; (৩) দেশের সকল উপজেলা সদরকে পৌরসভায় রূপান্তরিত করা হবে এবং অর্থনৈতিক কেন্দ্র ও পূর্ণাঙ্গ শহর হিসেবে গড়ে তোলা হবে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হিসেবে আরো রয়েছে: গৃহীন মানুষের জন্য আবাসন সুবিধা নিশ্চিতকরণ; দ্রুত শিল্পায়ন ও দেশের উন্নত ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে দ্রুত গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিতকরণ; দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন ও সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে শক্তিশালী সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

নগর ও গ্রামীণ সমষ্টি পরিকল্পনায় বিগত দিনে মাস্টার প্ল্যান/ল্যান্ড ইউজ প্ল্যান প্রণয়ন কালে শুধুমাত্র নগর এলাকা তথা পৌরসভা এলাকার পরিকল্পনা গ্রহণই বিবেচনা করা হত। বৃহত্তর এলাকায় নাগরিক সুবিধাদি সরবরাহ করার লক্ষ্যে শহরের কলেবর অনেক বৃদ্ধি করে পরিকল্পনা এলাকা বা পৌরসভা এলাকা নির্ধারণ করা হতো যেমন- মাদারীপুর পৌরসভা এলাকায় আয়তন ৩৯.৭৬ একর যার মধ্যে শুধু কৃষি ভূমি ব্যবহার ১১৬৩ একর (২৯%) এবং রাজৈর পৌরসভার আয়তন ২৬৯.৫ একর যার মধ্যে শুধু কৃষি ভূমি ব্যবহার ৯৪৮ একর (৩৫.৫%)। কৃষি ও সমশ্বেলী বিবেচনা করা হলে তা প্রায় ৫০% এর মত হবে। এতে পৌরসভার মধ্যে অস্তর্ভুক্তি জমির মূল্যবৃদ্ধির কারণে তা ক্রমান্বয়ে কৃষি ভূমির চরিত্র হারাতে থাকে। আর এতেকরে Compact Settlement (নিবিড় লোকালয়) না গড়ে উঠে বরং বড় কলেবরের লোকালয় তৈরী হয় এবং অপ্রয়োজনীয়ভাবে ভূমি সম্পদের ব্যবহারকে উৎসাহিত করা হয়। আর এ কারণেই উপজেলার সমগ্র এলাকা নিয়ে সমষ্টি ভূমি ব্যবহার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন বর্তমান সময়ের দাবী। পৌরসভার মধ্যে অস্তর্ভুক্ত না করেও শহর থেকে গ্রাম পর্যায়ের প্রতিটি জনপদের শ্রেণী ও মান অনুযায়ী নাগরিক সুবিধাদি যেমন- পানি, বিদ্যুৎ, জ্বালানী, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, যাতায়াতসহ মৌলিক সেবাসুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে সমষ্টি ভৌত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। সমগ্র উপজেলা এলাকাকে তৎমূল পর্যায়ের পরিকল্পনা এলাকা হিসেবে গণ্য করা বাঞ্ছনীয়। বিভিন্ন প্রকার জরীপের ভূমি ব্যবহার জরীপ, ভৌত অবকাঠামো জরীপ, ভূ-বক্ররতা জরীপ, যানবাহন জরীপ, আর্থ-সামাজিক জরীপ ইত্যাদি ভিত্তিতে সমগ্র এলাকাকে নগর প্রবর্ধক এলাকা (Urban Promotion Area) এবং নগরায়ন নিয়ন্ত্রণ এলাকা (Urban Promotion Control Area) হিসেবে আলাদা করা হবে। সমগ্র উপজেলার মূল শহর ও ছোট ছোট শহর বা Growth Centre সহ সকল গ্রামীণ জনপদ নগর প্রবর্ধক এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। নগরায়ন নিয়ন্ত্রণ এলাকা কৃষি বা সমশ্বেলীর ভূমি ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত থাকবে। নগর প্রবর্ধক এলাকায় ক্রমান্বয়ী নাগরিক সুবিধাদির ব্যবস্থা করা হবে। নিম্ন লিখিত চিত্রে উপজেলার প্রধান দুটি ভূমি ব্যবহার দেখানো হয়েছে।



- A** = পরিকল্পনা এলাকা (সমষ্টি উপজেলা)
B = নগর প্রবর্ধক এলাকা
B' = **B** এলাকার বাইরে নগর প্রবর্ধক এলাকা
C = নগরায়ন নিয়ন্ত্রণ এলাকা
D = কৃষি জোন
E = কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প এলাকা
C এলাকা **D** এর ঘূর্ণ অধিকাশে ক্ষেত্রে আবৃত (Overlapped) হবে
D কোন ভাবেই **B/B'** কে আবৃত করবে না।

উপজেলা এলাকার প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য: নগর প্রবর্ধক এলাকা ও নগরায়ন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ এলাকাটি জোন (ক) নগর প্রবর্ধক এলাকা নীতি: (১) ভূমি সম্পদের পরিমিত ব্যবহার; (২) ভৌত অবকাঠামোর পরিমিত ব্যবহার; (৩) সমাজভিত্তিক উন্নয়ন উদ্যোগ; (৪) আওতাভুক্ত নির্বাচিত প্রশাসনিক একক এলাকার প্রতিনিধিত্বদের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ/বাস্তবায়ন; (৫) নগর ভূমিসংলগ্ন শহরতলী এলাকা উন্নয়ন স্তরাধিকারণ; (৬) ক্রমবর্ধিষু নগর এলাকার ভূমি উন্নয়ন সম্প্রসারণ; (৭) ভৌত অবকাঠামো একীভূতকরণের ভিত্তিতে উন্নীত এলাকা সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ; (৮) শহর/নগর প্রান্তিক এলাকা উন্নয়নে অগ্রাধিকারণের নির্ধারণ।

জোন নগরায়ন নিয়ন্ত্রণ এলাকা নীতিঃ (১) সকল কৃষি ভূমি সংরক্ষণ; (২) কৃষি ও মৎস্য চাষে উৎসাহিতকরণ; (৩) বন্যা নিয়ন্ত্রণ/ পানি নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্প এলাকা সংরক্ষণ; (৪) বন্যার পানির অবাধ প্রবাহের জন্য প্লাবন ভূমি সংরক্ষণ; (৫) নদীর পানি দুষ্যণ নিয়ন্ত্রণ ও পানি সরবরাহ উৎস সংরক্ষণ; (৬) বন্যার পানি ধারণ ক্ষেত্রে বা জলাধার সংরক্ষণ; (৭) জাতীয় অথবা আঞ্চলিক পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ এলাকা সংরক্ষণ; (৮) সংরক্ষিত এবং/অথবা নিয়ন্ত্রিত এলাকার সীমানা সংশোধন/ নির্ধারণ।

নিবিড় লোকালয় (Compact Settlement) প্রগল্পন করা ও বর্তমানে নগরায়ন খাতে বাংলাদেশের সর্বত্র অত্যন্ত অপরিকল্পিতভাবে কৃষি জমির ব্যাপক হারে ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। আর এভাবে অপরিকল্পিত হারে কৃষি জমির ব্যবহারে আমরা অনেকটা অভ্যন্ত হয়ে পড়েছি। কোনো ধরনের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের প্রস্তাবনা প্রণয়নের সাথে সাথেই নতুনভাবে কৃষি জমি অধিগ্রহণ, খোলা জলাভূমি অধিগ্রহণ পূর্বৰ্ক ভ্রাটাই করে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পাদন করা হয়। ধরা যাক কোনো আবাসন প্রকল্প নির্মাণের ক্ষেত্রে তা সরকারি অথবা বেসরকারি যাই হোক, তা হাতে নেওয়া মাত্রাই কোনো কৃষি জমি, উন্মুক্ত এলাকা ইত্যাদিতে প্রকল্প গ্রহণের কথা ভাবা হয়। এতে ভূমি অধিগ্রহণ বা জনসাধারণের নিকট থেকে অনিচ্ছা সঙ্গেও জমি ত্রয় করে Site and Services প্রক্রিয়া প্লট করে নাগরিক সুবিধাদি সংবলিত নতুন প্লট গড়ে তোলা হয়। এভাবে শত শত একর জমি ফটকাবাজির (Land Speculation) শিকার হচ্ছে। মাদারীপুর-রাজের সমষ্টি ভূমি ব্যবহার মহাপরিকল্পনা প্রকল্পের পরিচালিত ভূমি ব্যবহার জরীপে (Landuse Survey) দেখা যায় মাদারীপুর উপজেলার মোট কৃষি ও সমশ্রেণীভুক্ত অঞ্চল ৫৩,৯৬৪.৫৮ একর (৭৬.৪৬%) এবং বসতি ও সমশ্রেণীভুক্ত অঞ্চল ১৬,৬১৫.৮৬ একর (২০.৫৮%)। রাজের এর মোট কৃষি ও সমশ্রেণীভুক্ত অঞ্চল ৫০২২৫.৬৩ একর (৮৮.৩৬%) এবং বসতি ও সমশ্রেণীভুক্ত অঞ্চল ৬৬১৭.০২ একর (১১.৬৪%)। মাদারীপুর রাজের-এর বসতি এলাকায় প্রতি একরে মোট ২২ জন লোক বসবাস করে। জরীপের ফলাফল অনুযায়ী দেখা যায় নতুনভাবে কোনো কৃষি জমি নষ্ট না করে ও বর্তমানে ব্যবহৃত বসতি এলাকায় আরো অস্ততঃ ০৫ (পাঁচ) গুণ জনবসতি ধারণ করে এই বসতি এলাকায় একের প্রতি ১০০ জন জনসংখ্যার ঘনত্বায়ন সম্ভব। জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষের সকল নাগরিক সুবিধাদি সংবলিত হাউজিং এলাকায় ৩৫০ জন প্রতি একর হারে

design population হিসাব করে আবাসিক এলাকার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

নগর ও গ্রামীণ উন্নয়নের সাথে প্রাকৃতিক পরিবেশের সম্পৃক্তকরণও ভৌত উন্নয়নে মাটি, বাতাস, পানি, জীববৈচিত্র ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদের উপর চাপ সৃষ্টি করে। কেন্দ্রীয় শহরের জন্য একটি টেকসই উন্নয়ন কোশল তৈরি করতে হলে অবশ্যই নগর উন্নয়নের ক্ষতিকর প্রভাব কমাতে হবে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশকে রক্ষা করতে হবে। আর এজন প্রয়োজন অত্য অঞ্চলের চারপাশের এলাকার জন্য স্ট্রাটেজিক এন্ডাইরগেটেল অ্যাসেমেন্ট।

উপজেলা সদরগুলো উপজেলা অঞ্চলের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠবেও উপজেলা কেন্দ্রগুলোর সাথে প্রত্যন্ত অঞ্চলের বর্ধিষ্ঠ উপ-কেন্দ্র, গ্রামীণ আবাসিক এলাকাসহ বিশেষ বিশেষ প্রকল্প এলাকার সংযোগ রক্ষা করে সময় উপজেলা অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত স্বল্প ব্যয়ে নাগরিক সুবিধাদির সম্ভাব্য প্রয়োজন মিটানোসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথ সহজ করা সম্ভব। অনুরূপভাবে উপজেলা কেন্দ্রগুলো বেষ্টিত অঞ্চলে সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে সম্মুক্ষ শহর হিসেবে গড়ে উঠবে। ‘নগরায়ণ আর্থসামাজিক উন্নয়নের মাপকাঠি আর উপজেলা উন্নয়ন হিতকর নগরায়ণের প্রতিক্রিতি’।

জনপদের ক্রম (Hierarchy of settlement) অনুযায়ী শ্রেণী বিন্যাসকরণঃ একটি উপজেলার অন্তর্গত পৌরসভা সেন্টার, ইউনিয়ন সেন্টার, গ্রোথ সেন্টার, গ্রাম্য বাজার সহ ছোট বড় সকল জনপদকে বিভিন্ন সার্ভিস এর (Weightage) অনুযায়ী শ্রেণী বিন্যাস করা হবে। সর্বাধিক ক্ষেত্র প্রাণ সেন্টারকে ‘ক’ সেন্টার এবং পর্যায়ক্রমে ‘খ’, ‘গ’, ‘ঙ’ হিসেবে চিহ্নিত করা, নির্ধারণ করা এবং শ্রেণী অনুযায়ী সার্ভিসের সংস্থান রাখা। যেমন- কলেজ- ক, খ সেন্টার, ঔষধের দোকান- ক, খ, গ, ঘ, ঙ সহ সকল সেন্টারে সংস্থান রাখা।

দুই স্তর বিশিষ্ট সমষ্টি ভূমি ব্যবহার মহাপরিকল্পনা: প্রস্তাবিত পরিকল্পনা ২(দুই) স্তর বিশিষ্ট। যথা-স্ট্রাকচার প্ল্যান এবং একাকশন এরিয়া প্ল্যান। স্ট্রাকচার প্ল্যান হলো ভৌত উন্নয়ন, অবকাঠামো ও নাগরিক সুবিধাদির করিডোর নির্ধারন এবং ভূমি ব্যবহার সম্পর্কে অন্তর্বর্তী পর্যালোচনাসহ, বিশ বছরের একটি পরিকল্পনা এবং দীর্ঘমেয়াদী কোশল। এই পরিকল্পনাটিতে অত্র এলাকার উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনের জন্য কতকগুলো পলিসি নির্ধারন করা হয়। একাকশন এরিয়া প্ল্যানে উন্নয়ন পদক্ষেপের ব্যবস্থাপনা ও প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ, প্রবর্তন, সহযোগীতা এবং প্রয়োগ এর লক্ষ্যে গৃহিত স্ট্রাকচার প্ল্যানের কর্মসূচী ও নির্দেশনা সমূহকে আরো বিস্তৃতকরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

৫. সবার জন্য বসবাসযোগ্য সামাজিক জনপদ সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণঃ

একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার লক্ষ্যে আবাসন ও কর্মসংস্থানের জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব দিতে হবে সেগুলো মূলত ক) কর্মসংস্থান ও আবাসিক সুবিধা; খ) পুনর্বাসন: (১) ভাসমান জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন (আবাসন বনাম অর্থকরি কর্মকাণ্ডে) (২) উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের ক্ষতিপূরণ এবং/ অথবা পুনর্বাসন; গ) সরকারি পর্যায়ে ব্যয়ভার লাভব (ভর্তুকি পরিহার); ঘ) সরকারি, বেসরকারি, সমাজ আর ব্যক্তি উদ্যোগে উন্নয়ন প্রচেষ্টা; ঙ) সমাজ (কমিউনিটি), পরিবার, পাড়া/মহল্লা, গ্রাম, ওয়ার্ড, এলাকা, উপ-অঞ্চল, অঞ্চল ইত্যাদিভিতক সুযোগসুবিধার ধরন চিহ্নিত করে চাইদ্বা নিরপণ আর চাইদ্বা প্রণয়ের লক্ষ্যে বাস্তবায়নের দায়িত্ব বর্তন ও দায়িত্ব পালনের বিষয় নিশ্চিতকরণ; চ) বাসিন্দাদের (সর্বপর্যায়ে) ভূমির মালিকানা নিশ্চিত- করণ; ছ) সমাজ (কমিউনিটি)/ওয়ার্ড কাউন্সিলর (সদস্য)/ সুশীল সমাজ ইত্যাদির সমন্বয়ে পরিচালন কর্মসূচি গঠন এবং এ কমিটির

উপর উন্নয়নের সারিক দায়িত্ব অর্পণ; জ) দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রয়োজনে মহিলাদের অংশগ্রহণসহ এনজিওগুলোর বিশেষ ভূমিকা রাখার সুযোগ সৃষ্টি।

“সবার জন্য সামাজিক জনপদ” এ’ প্রতিপাদের স্বার্থক- রূপ দিতে চাই বসবাসযোগ্য সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি। আর এ লক্ষ্যে বিশেষ ধর্যোজন: (১) (ক) জাতীয় পর্যায়ে ভৌত পরিকল্পনা প্রণয়ন। উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যক্রম পরিচালন ও পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ/ ডিভিশন গঠন। এ পরিষদ/ ডিভিশন জাতীয় সংসদের বিশেষ স্থায়ী কমিটির কাছে দায়বদ্ধ থাকবে। (খ) জাতীয় পর্যায়ে প্রণীত ভৌত পরিকল্পনার ভিত্তিতে বিশেষ অঞ্চল/ জেলা এবং/ অথবা মেট্রোপলিটান এলাকা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন। এ উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন, পরিচালন ও পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে ক্ষেত্রভেদে বিশেষ আঞ্চলিক পর্যবেক্ষণ/ জেলা পরিষদ এবং/ অথবা মেট্রোপলিটান এলাকা উন্নয়ন পরিষদ গঠন এবং শক্তিশালীকরণ। (গ) অঞ্চল/ জেলা এবং/ অথবা মেট্রোপলিটান এলাকা উন্নয়ন পরিকল্পনা কাঠামোর ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট এলাকাকৃত উপজেলা (ইউনিয়ন পরিষদসহ)/ দৈশিক (ব্যাপনিক) এলাকা (Spatial Planning Zone) বা বিশেষ অঞ্চল/ উপ-অঞ্চল/ পৌরসভা/ পৌর কর্পোরেশন এলাকা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন।

এই উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন, পরিচালন ও পরিবীক্ষণের দায়বদ্ধ থাকবে ক্ষেত্রভেদে উপজেলা পরিষদ (ইউনিয়ন পরিষদসহ)/ পৌর কর্তৃপক্ষ/ পৌরসভা। (ঘ) ওয়ার্ড, এলাকা, গ্রাম/ পল্লি/ মহল্লা এবং/ অথবা এর যেকোনো যুক্তিসঙ্গত খনিতাংশের পরিকল্পনা প্রণয়ন। এ উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন, পরিচালন ও পরিবীক্ষণের দায়বদ্ধ থাকবে ক্ষেত্রভেদে ওয়ার্ড কমিটি এবং/ অথবা সংশ্লিষ্ট দৈশিক/ হানিক এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিটি। উপজেলা (ইউনিয়নসহ), বিশেষ উপ-অঞ্চল, পৌর কর্তৃপক্ষ/ পৌরসভার অনুমোদিত মাস্টার প্ল্যানের ভিত্তিতে পৌর ওয়ার্ড এবং/ অথবা গ্রামীণ ওয়ার্ড পর্যায়ে এলাকা উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং/ অথবা স্থানীয় পর্যায়ে বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন।

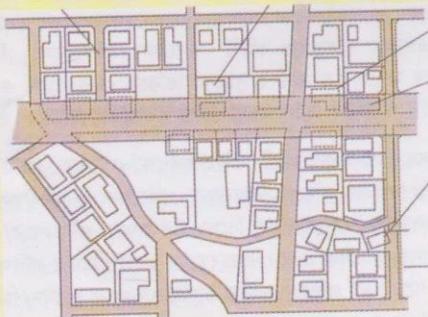
ক্ষেত্রভেদে উপজেলা পরিষদ, উপ-অঞ্চল কমিটি, পৌর কর্তৃপক্ষ, পৌরসভা, ওয়ার্ড কমিটি, ইউনিয়ন পরিষদ এ উন্নয়ন পরিকল্পনা/প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন, পরিচালন ও পরিবীক্ষণের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে। (২) জাতীয়, আঞ্চলিক, মেট্রোপলিটান, বিশেষ উপ-অঞ্চল, পৌর শহর/ নগর, দৈশিক/ স্থানিক এলাকা উন্নয়ন পরিকল্পনা/ প্রকল্প প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠান গঠন। এই প্রতিষ্ঠান জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ/ ডিভিশনের সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবে।

(৩) বাংলাদেশের উপজেলাসমূহে সমর্পিত ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রস্তাবিত নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা আইন, ২০১৩ খসড়াটির চূড়ান্ত করন করে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আইনগত ভিত্তি প্রদান এবং ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা অনুযায়ী ভৌত অবকাঠামো, সেবা সুবিধাদির বাস্তবায়ন করা হবে। (৪) মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী সমর্পিত ট্রাঙ্কপোর্ট নেটওয়ার্ক বাস্তবায়ন। (৫) সরকারি, বেসরকারি এমনকি ব্যক্তি উদয়োগে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প কার্যক্রম যাঁতে অনুমোদিত পৌর শহর/ নগর/ অঞ্চল উন্নয়ন পরিকল্পনাকে প্রভাবিত না করে পরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠে সেই লক্ষ্যে মাস্টার প্ল্যানে নির্দেশিত পরিকল্পনা প্রত্বাব অনুযায়ী ভূমি আর স্থাপনা ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিতকরণ; মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়নের সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ আর এ প্ল্যান পরিপন্থী যেকোনো প্রকল্প (যত লাভজনক হোক না কেন) বাস্তবায়ন নিষিদ্ধকরণ। (৬) নদী, খাল, জলাশয়; চিহ্নিত ও সংরক্ষণ।

(৭) ক্ষমিত্বার্থে গ্রামীণ জনবসতি, হাট, বাজার, গঞ্জ ইত্যাদির সীমানা চিহ্নিতকরণ। (৮) পৌরসভা, পৌরকর্তৃপক্ষ, মেট্রোপলিটান এলাকা এবং/ অথবা জাতীয় পর্যায়ে চিহ্নিত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন অঞ্চল বহিভূত কোনো স্থানে (চলাচলের জন্য রাস্তা-ঘাট, উপযোগ ও সেবা সুযোগ সুবিধাসহ জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ব্যতীত) কোনো অ-ক্ষমিত্বিক প্রকল্প/ স্থাপনা বাস্তবায়ন নিষিদ্ধকরণ। (৯) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান উপ-অনুচ্ছেদ ৫৯(১)(২) যথাযথভাবে মেনে চলা। (১০) বিভিন্ন আয় গোষ্ঠীর এবং/ অথবা পেশাজীবীর প্রয়োজনে পরিকল্পিতভাবে কর্মসংস্থানের সুবিধাসহ ব্যয়সাধ্য আবাসনের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ছাট ছেট মহস্তা বা পল্লি গড়ে তোলার ব্যবস্থা নেয়া। (১১) স্থানীয় জনগণের বোধগম্য ভাষায় এবং অল্প কথায় পরিকল্পনা প্রতিবেদন প্রণয়ন করা।

(১২) ভূমি উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারি বে-সরকারি সমিয়ত প্রায়সের মাধ্যমে ভূমি মালিক ও সরকারি/ বেসরকারি সংস্থার মধ্যে অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে ভূমি পুনর্বিন্যাস (Land Readjustment), নিয়ন্ত্রিত ভূমি উন্নয়ন (Guided Land Development), পুনরুন্নয়ন প্রকল্প (Redevelopment Project) ইত্যাদি কোশল (যেখানে যেমন প্রয়োজ্য) গ্রহণের মাধ্যমে শহর/ নগরের ভূমি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যায়। এসব কোশল গ্রহণে মূলত নাগরিক সুবিধা সংবলিত এবং/ অথবা জনস্বার্থে ভূমি উন্নয়নের লক্ষ্যে ভূমির মালিকগণের সাথে এক প্রকার সমিয়ত ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গড়ে তোলা সম্ভব।

নিয়ন্ত্রিত ভূমি উন্নয়ন (Guided Land Development) এর চিত্র :



প্রবন্ধ প্রণয়ন ও উপস্থাপন করেন ৪

জনাব শওকত আলী খান, উপ-পরিচালক (অবঃ), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

জনাব শরীফ মোহাম্মদ তারিখকুজামান, সিনিয়র প্র্যানার, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

তথ্যসূত্র :

১ মুঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, খন্ত-১, পৃষ্ঠা-৬৬

২ মুঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, খন্ত-১, পৃষ্ঠা-৬৭

৩ পৃ-মা: নংশা ১৩/ইউ-ডিএ-২/৮৪/৩৩৩ তাঁ ২০-০৯-১৯৮৪

৪ Memo S - VI /5D - 42/83/96 dt.15-8-1983

৫ নগরীয় প্রকটণ বর্ষ-৪ ভন্সুম-২ এপ্রিল-জুন, ১৯৯৭

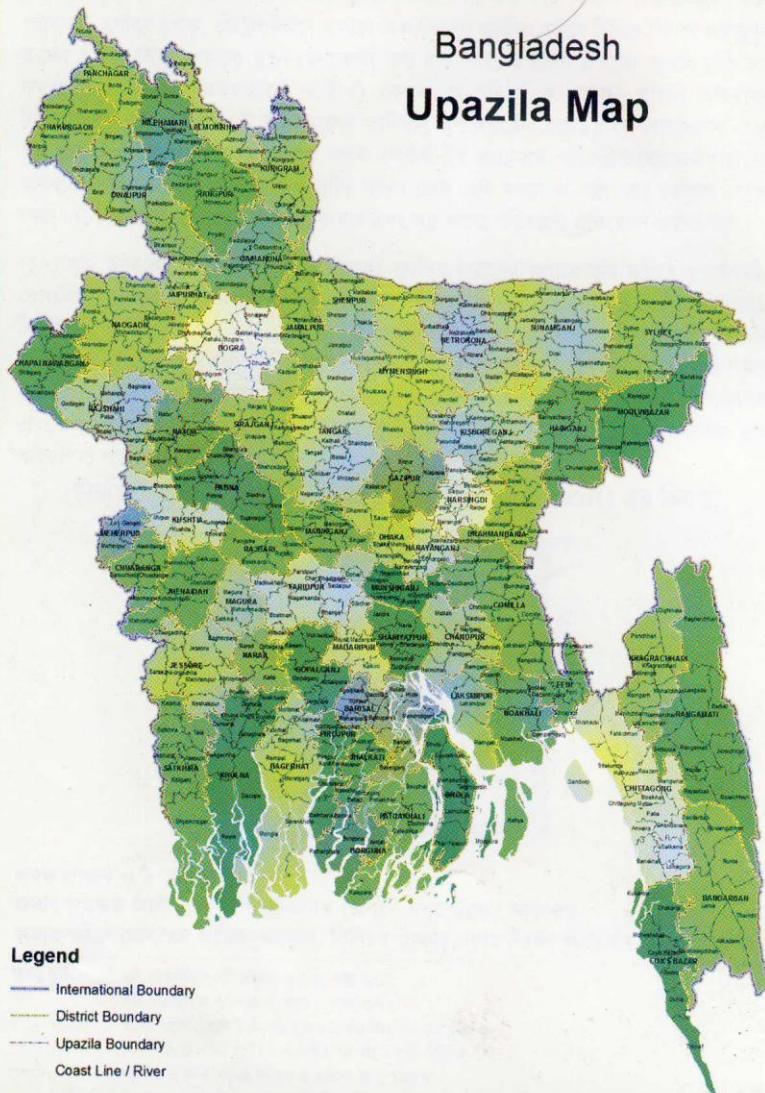
৬ উপজেলা পরিকল্পনা ও উন্নয়নের দিক নির্দেশনা- মোঃ শওকত আলী খান, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর,

পূর্তমন্ত্রালয় (নিকারে উপস্থাপিত) সেক্টের, ১৯৮৮

৭ নগরীয় প্রকটণ বর্ষ-৪, ভন্সুম-১, জানুয়ারী-মার্চ, ১৯৯৭

৮ বেতার ও টেলিভিশনে সম্প্রচারিত (২০-৭-২০০১) প্রথম আলো ১৫ই জুলাই ২০০১

Bangladesh Upazila Map



Legend

- International Boundary
- District Boundary
- Upazila Boundary
- Coast Line / River